

পঞ্চম দার্স

الدرس الخامس

কিয়ামত প্রতিষ্ঠাঃ

قيام الساعة

১। সর্বাপেক্ষা দুষ্ট ও অসৎ লোকের উপর কিয়ামত কায়েম হবে। কারণ, মহান আল্লাহ ইতিপূর্বে সুঘাণময় এমন এক বাতাস প্রেরণ করবেন, যা মু'মিনদের প্রাণ কবজ করে নিবে। মহান আল্লাহ যখন সমস্ত সৃষ্টিজগতকে নিশ্চিহ্ন করার ইচ্ছা করবেন, তখন ফেরেশতাকে সুর (অতীব বিশাল বাঁশি) ফুঁকার নির্দেশ দিবেন। মানুষ তা শোনা মাত্র অজ্ঞান হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, “আর সে দিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। আর যারা আকাশ মন্ডল ও যমীনে আছে, সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে। তবে আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা করেন (কেবল সেই লোক ছাড়া)।” (সূরাঃ যুমার ৬৮)। আর সে দিনটি হবে শুক্রবারের দিন। অতঃপর ফেরেশতাকুল মৃত্যু বরণ করবেন। মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ বেঁচে থাকবে না।

২। মানুষের দেহ কবরে ক্ষয় হয়ে যাবে। পিঠের নিম্নভাগের হাড়ের মূলাংশ ব্যতীত মাটি সারা দেহ খেয়ে ফেলবে। কেবল আম্বিয়ায়ে কেরামদের দেহ মাটিতে পারবে না। মহান আল্লাহ আকাশ হতে এক প্রকার বৃষ্টিপাত করে দেহগুলোকে সজীব-সতেজ করবেন। যখন তিনি মানুষের পুনরুত্থান ও পুনরুজ্জীবনের ইচ্ছা করবেন, তখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা ইসরাফীলকে জীবিত ক'রে শিঙ্গায় দ্বিতীয়বার ফুঁক দেয়ার নির্দেশ দিবেন। অতঃপর তিনি সৃষ্টিকুলকে জীবিত করবেন এবং মানুষকে তাদের কবর থেকে প্রথমবার সৃষ্টি করার ন্যায় জুতাবিহীন, উলঙ্গদেহ ও খাতনাবিহীন অবস্থায় উঠাবেন। মহান আল্লাহ বলেন, “পরে এক শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। আর সহসা তারা নিজেদের প্রতিপালকের সমীপে উপস্থিত হওয়ার জন্য কবরসমূহ হতে বের হয়ে পড়বে” (সূরা ইয়াসীনঃ ৫১)। তিনি আরো বলেন, “সেদিন তারা কবর হতে দ্রুতবেগে বের হবে-যেন তারা কোন এক লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে যাচ্ছে। তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনমিত, তারা হবে হীনতগ্রস্ত। এটাই সেইদিন, যার ওয়াদা তাদেরকে দেওয়া হতো।” (সূরা মাআরিজ ৪৩-৪৪) কবর হতে সর্ব প্রথম যিনি বের হবেন, তিনি হবেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ-ﷺ। অতঃপর মানুষকে হাশরের ময়দানের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। হাশরের ময়দান এক বিরাট প্রশস্ত-বিস্তৃত স্থান। কাফেরদের হাশর হবে তাদের মুখের উপর (অর্থাৎ চেহারা দিয়ে চলবে, পা দিয়ে নয়)। রাসূলুল্লাহ-ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো, কিভাবে তাদের মুখমন্ডল দিয়ে হাশর হবে? তিনি উত্তরে বলেন, “যে মহান সত্তা তাদেরকে পা দ্বারা চালাতে পারেন, তিনি কি তাদেরকে কিয়ামতের দিন মুখ দিয়ে চালাতে সক্ষম নন?” (বুখারী ৪৭৬০-মুসলিম ২৮০৬) আল্লাহর যিকর হতে বিমুখ ব্যক্তির হাশর হবে অন্ধাবস্থায়। সূর্য মানুষের অতি নিকটে থাকবে, মানুষ নিজেদের আমল অনুসারে ঘামে আচ্ছন্ন থাকবে। খারো ঘাম হবে দু'গোড়ালী পর্যন্ত। আর কারো কোমর পর্যন্ত। আবার কেউ ঘামে নাক বরাবর নিমজ্জিত থাকবে। কিন্তু সেদিন আল্লাহ নিজের ছায়ায় কয়েক প্রকার লোকদেরকে স্থান দিবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে না। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, “সাত প্রকার লোককে আল্লাহ নিজের ছায়ায় স্থান দেবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক, (২) যে যুবক আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যে বড় হলো, (৩) যে ব্যক্তির অন্তর মসজিদের সঙ্গে ঝুলে থাকে, (৪) যে দু'ব্যক্তি আল্লাহর নিমিত্ত ভালবেসে একত্রিত হয়েছে এবং তাঁরই নিমিত্ত বিচ্ছিন্ন হয়েছে, (৫) সে ব্যক্তি যাকে এক সম্ভ্রান্ত ও সুন্দরী মহিলা (ব্যভিচারের জন্য) আহ্বান করলে সে বললো, আমি আল্লাহকে ভয় করি, (৬) সে ব্যক্তি যে এত গোপনীয়তা রক্ষা করে দান করে যে, তার বামহাত জানে না যে, তার ডানহাত কি খরচ করেছে, (৭) আর সে ব্যক্তি, যে আল্লাহকে নিভৃত নির্জন স্থানে স্মরণ করে এবং তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রু বের হয়।” (বুখারী ১৪২৩-মুসলিম ১০৩১) আর হিসাব শুধু পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট নয়, বরং মহিলাদেরকেও কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে। যদি ভাল হয়, তো ভাল প্রতিদান পাবে। আর মন্দ হলে, মন্দ ফলাফল ভোগ করবে। পুরুষের প্রতিদান ও হিসাব-নিকাশ যেমন, তেমনি মহিলাদেরও।